15) পদের ব্যাপ্যতা বলতে কী বোঝায়? প্রত্যেক প্রকার নিরপেক্ষ বচনের কোন পদ ব্যাপ্য আর কোন অব্যাপ্য তা আলোচনা করো?

→ প্রত্যেক প্রকার নিরপেক্ষ বচনের দুটি পদ থাকে — উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ। পদের ব্যাপ্যতার সম্বন্ধে সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি — কোনো নিরপেক্ষ বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ যে শ্রেণিকে নির্দেশ করে সেই শ্রেণিকে যদি সামগ্রিক ভাবে নির্দেশ করে তাহলেই আমরা ব্যাপ্য পদ বলে চিহ্নিত করি আর যদি পদটিকে আংশিক ভাবে নির্দেশ করে তাহলে আমরা পদটিকে অব্যাপ্য বলে মনে করতে পারি।

Scanned by CamScanner

যেমন :-

(A) সকল মানুষ হয় মরণশীল।

আলোচ্য বচনটির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' ব্যাপ্য, কারন মানুষের পূর্বে 'সকল' কথাটির ব্যবহার স্পষ্টভাবে সমগ্র মানুষকে বোঝাচ্ছে। কারন এখানে উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' ব্যাপ্য কিন্তু আলোচ্য বচনটির বিধেয় পদ 'মরণশীল' অব্যাপ্য কারন এখানে 'মরণশীল' কথাটির সমগ্র অর্থকে গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ মরণশীল বলতে যাদের বোঝানো হয় তারা সকলেই মানুষ নয়। মানুষ ছাড়া আরও অনেক জীব আছে যারা মরণশীল। যেমন— গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি কাজেই বিধেয় পদ 'মরণশীল' অব্যাপ্য।

A বচনের ব্যাপ্যতা :-

(A) সকল ছাত্র হয় খেলোয়াড়।

আলোচ্য বচনটি সার্বিক সদর্থক বচন। এই বচনটির উদ্দেশ্য পদ 'ছাত্র' ব্যাপ্য। কারণ 'ছাত্র' পদটির পূর্বে 'সকল' শব্দটি ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে সব ছাত্র খেলোয়াড়। আর আমরা জানি যখন কোনো পদের সমগ্র অর্থকে গ্রহণ করা হয়, তখন সেটি ব্যাপ্য হয়। কাজেই উদ্দেশ্য পদ 'ছাত্র' পদটি ব্যাপ্য। কি

কিন্তু উপরিউক্ত বচনের বিধেয় পদ 'খেলোয়াড়' অব্যাপ্য. কারন 'খেলোয়াড়' বলতে যাদের বোঝানো হয় তারা সকলেই 'ছাত্র' নাও হতে পারে। অর্থাৎ 'ছাত্র' ছাড়া আরও অনেক খেলোয়াড় আছে। কাজেই এখানে 'খেলোয়াড়' পদের সমস্ত অর্থকে গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে পদটি অব্যাপ্য।

Scanned by CamScanner

E বচনের ব্যাপ্যতা :—

(E) কোনো মানুষ নয় অমর।

আলোচ্য বচনটি সার্বিক নঞর্থক বচন। এই বচনের উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' ব্যাপ্য। কারণ এখানে মানুষ পদের পূর্বে 'কোনো' শব্দ ব্যবহার করে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে মানুষ পদের সমগ্র অর্থকে গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে যে এমন একটি মানুষ নেই যে "অমর"।

আবার, উক্ত বচনের বিধেয় পদ 'অমর' ব্যাপ্য। কারণ 'অমর' পদটির উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে আর অস্বীকার করতে গেলে আংশিকভাবে অস্বীকার করা যায় না। অস্বীকার পুরোপুরি করতে হয়। কাজেই এক্ষেত্রে বিধেয় পদ 'অমর' ব্যাপ্য।

I বচনের ব্যাপ্যতা :—

(I) কোনো কোনো শিক্ষিত লোক হয় ধার্মিক।

আলোচ্য বচনটি হল বিশেষ সদর্থক I বচন। উক্ত বচনটির উদ্দেশ্য পদ হল 'শিক্ষিত লোক' অব্যাপ্য। কারণ উদ্দেশ্য পদ 'শিক্ষিত লোক' এর পূর্বে কোনো কোনো শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে শিক্ষিত লোকের কয়েকজন ধার্মিক। কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষিত লোকের সবাইকে বোঝানো হচ্ছেনা সেহেতু পদটি অব্যাপ্য।

আবার, উক্ত বচনটির বিধেয় পদ 'ধার্মিক' অব্যাপ্য। কারণ ধার্মিক হতে গেলেই যে তাকে শিক্ষিত হতে হবে তার কোনো কথা নেই। শিক্ষিত ছাড়াও এমন অনেক মানুষ আছে যারা ধার্মিক, কাজেই এক্ষেত্রে 'ধার্মিক' পদের সমগ্র অর্থকেই বোঝানো হচ্ছে না। তাই বিধেয় পদ 'ধার্মিক'ও অব্যাপ্য।

Scanned by CamScanner

③ বচনের ব্যাপ্যতা :—

(ড) কোনো কোনো শিক্ষিত লোক নয় ধার্মিক,

আলোচ্য বচনটি হল বিশেষ নঞর্থক O বচন, এই বচনটির উদ্দেশ্য পদ 'শিক্ষিত লোক' অব্যাপ্য। কারণ উদ্দেশ্য পদ 'শিক্ষিত লোক' এর পূর্বে কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে শিক্ষিত লোকের কয়েকজন ধার্মিক নয় অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষিত লোককেই বোঝানো হচ্ছে না, কাজেই উদ্দেশ্য পদ 'শিক্ষিত লোক' অব্যাপ্য।

কিন্তু উক্ত বচনটির বিধেয় পদ 'ধার্মিক' ব্যাপ্য, কারণ বিধেয় পদ 'ধার্মিক' কথাটির উদ্দেশ্য পদ 'শিক্ষিত লোক' সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে, আমরা যখনি কোনো কিছু অস্বীকার করতে গেলে আংশিক ভাবে অস্বীকার করা যায় না, অস্বীকার পুরোপুরি করতে হয়, কাজেই বিধেয় পদ 'ধার্মিক' ব্যাপ্য।

ব্যতিক্রম :— আমাদের মনে রাখতে হবে এমন কিছু 'A' বচন আছে যার উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ উভয়েই ব্যাপ্য। ~~ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম~~ ক্ষেত্রে 'A' বচনের উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ উভয়েই ব্যাপ্য তা নীচে দেখানো হল—

ⓘ যেসব 'A' বচন সংজ্ঞার্থ জ্ঞাপক :— যেসব বচনের ক্ষেত্রে ~~জেনেলে~~ উদ্দেশ্যকে জানলে বিধেয় পাওয়া যায় কিংবা বিধেয়কে জানলে উদ্দেশ্যকে পাওয়া যায়, তাকে সংজ্ঞার্থ জ্ঞাপক বলে। এই সমস্ত বচনের ক্ষেত্রে 'A' বচনের উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়, যেমন — (A) সকল মানুষ হয় বিচারবুদ্ধিশীল জীব,

Scanned by CamScanner

(ii) যেসব 'A' বচনের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমার্থক:— যেসব 'A' বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ একই জিনিসকে বোঝায়, তাকে সমার্থক পদ বলে অর্থাৎ এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ একই জিনিসকে বোঝায়, যদি এমন হয় তাহলে 'A' বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ উভয়েই ব্যাপ্য হবে, যেমন—

(A) সকল গাছ হয় উদ্ভিদ।

(iii) যেসব 'A' বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ উভয়েই পদই নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ:— যেসব 'A' বচনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় পদ একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদকে বোঝায় সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় উভয়েই ব্যাপ্য হয়, যেমন—

(A) হিমালয় হয় পৃথিবীর পর্বতমালা।

16. অবরোহ অনুমানকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

→ অবরোহ অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(i) অমাধ্যম অনুমান:— যে অবরোহ অনুমানে একটিমাত্র যুক্তিবাক্য থেকে অন্য কোনো বচনের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাকেই অমাধ্যম অনুমান বলে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে আসতে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। যেমন—

A – সকল মানুষ হয় মরণশীল। (আবর্তনীয়)।

I – কোনো কোনো মরণশীল জীব হয় মানুষ (আবর্তিত)

অমাধ্যম অনুমান ৯ প্রকারের হয়, যথা— আবর্তন, বিবর্তন, সমবিবর্তন, অন্তঃআবর্তন, বিরোধানুমান, সম্বন্ধ পরিবর্তন, নিশ্চয়তা সারিত অনুমান, গুণ যোগে অনুমান, জটিল ধারণা যোগে অনুমান। তবে এদের মধ্যে আবর্তন ও বিবর্তন হল প্রধান,

Scanned by CamScanner

(ii) মাধ্যম অনুমান :- যে অবরোহ অনুমানে একাধিক যুক্তিবাক্যকে ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়, তাকে মাধ্যম অনুমান বলে। যেমন—

A - সকল মানুষ হয় মরণশীল (যুক্তিবাক্য)
A - রাম হয় মানুষ (যুক্তিবাক্য)
সুতরাং A - রাম হয় মরণশীল (সিদ্ধান্ত)

প্র. অমাধ্যম অনুমান ও মাধ্যম অনুমানের মধ্যে পার্থক্য লেখো ?

→ (i) অমাধ্যম অনুমানে দুটি বচন থাকে, যথা— একটি যুক্তিবাক্য অন্যটি সিদ্ধান্ত।

~~দুটি মা~~ কিন্তু ~~মাধ্যমে~~ মাধ্যম অনুমানে দুটির বেশি বচন থাকে। যথা— একাধিক যুক্তিবাক্য এবং একটি সিদ্ধান্ত।

(ii) অমাধ্যম অনুমানে দুটি পদ থাকে, কিন্তু ~~এই~~ মাধ্যম অনুমানে তিনটি পদ থাকে।

(iii) একটি মাত্র যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে অমাধ্যম অনুমানের ক্ষেত্রটি সংকীর্ণ।

কিন্তু মাধ্যম অনুমানে একাধিক যুক্তিবাক্য থাকে বলে এর ক্ষেত্রটি প্রসারিত।

□ উক্ত পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও অমাধ্যম এবং মাধ্যম অনুমানের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা হয়। যথা—

(a) দুটি অনুমানের ক্ষেত্রেই যুক্তিবাক্যে যা প্রচ্ছন্ন থাকে, সিদ্ধান্তে তাই প্রকাশিত হয়।

(b) দুটি অনুমানই অবরোহ অনুমান তাই এদের কোনোটিতেই সিদ্ধান্ত কখনও যুক্তিবাক্য থেকে বেশি ব্যাপক হতে পারে না।

③ অমাধ্যম এবং মাধ্যম অনুমান উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য থেকে অনিবার্য ভাবে নিঃসৃত হয়,

④ দুটি অনুমানের ক্ষেত্রেই কোনোটিতেই বস্তুগত সত্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, শুধুমাত্র আকারগত সত্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়,

14. অমাধ্যম অনুমানকে কী প্রকৃত অনুমান বলা যায়?

→ কোনো কোনো তর্কবিদ অমাধ্যম অনুমানকে প্রকৃত অনুমান বলে স্বীকার করতে চাননি, কারণ এরা বলেন অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত সমার্থক, এখানে সিদ্ধান্তে নতুন কিছু বলা হয় না, যেমন —

A – সকল মানুষ হয় মরণশীল (যুক্তিবাক্য)
E – কোনো মানুষ নয় অমর (সিদ্ধান্ত)

কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নয় কারণ সব অমাধ্যম অনুমানে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্ত সমার্থক না, যেমন —

A – সকল ধনী ব্যক্তি হয় শিক্ষিত (যুক্তিবাক্য)
I – কোনো কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি হয় ধনী (সিদ্ধান্ত)

আবার কোনো কোনো তর্কবিদদের অভিযোগ হল অমাধ্যম অনুমানের সিদ্ধান্তটি যুক্তিবাক্যে নিহিত থাকে, তাই অমাধ্যম অনুমানকে প্রকৃত অনুমান বলা যায় না,

কিন্তু এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় — শুধু অমাধ্যম অনুমান কেন সব অবরোহ অনুমানেই সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্যে নিহিত থাকে, কাজেই মাধ্যম অনুমান যদি প্রকৃত অনুমান হয় তাহলে অমাধ্যম অনুমানও অবশ্যই প্রকৃত অনুমান হবে,

Scanned by CamScanner